R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
৬ই আগষ্ট, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

শুধু মুখের কথায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল ?

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৬ আগষ্ট— একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শুধু মুখের কথায় নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল ? এ প্রশ্ন আজ ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীর সর্বত্র। কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছে মন্ত্রীটির নাম নাকি এ বি এ গনি খান চৌধুরী। তাঁর নিজের জেলা মালদা এলাকায় গঙ্গা থেকে একটি সেচ প্রকল্প রূপায়নের জন্য তিনি নাকি ফরাক্কা ব্যারেজের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার জে এন মণ্ডলকে মৌখিক নির্দেশ দেন। ব্রিগেডিয়ার দেবরাজ কাঠুরিয়া অবসর গ্রহণের পর জে এন মণ্ডল সাময়িকভাবে জেনারেল ম্যানেজারের ভারপ্রাপ্ত হন। ওই সময় তিনি নাকি বিভাগীয় মন্ত্রীর মান রাখতে বাঁধ প্রকল্পের টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে ইকুইপমেন্ট বিভাগকে দিয়ে মালদা জেলায় মন্ত্রীর ঈপ্সিত সেচ প্রকল্প রূপায়ণ করেন। পরে অডিটের সময় ব্যাপারটি নাকি ধরা পড়ে। কার হুকুমে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে অডিটাররা কাগজ-কলমে তা না খুঁজে পেয়ে এভাবে টাকা খরচ করার জন্য নাকি জে এন মণ্ডলের বিরুদ্ধে কড়া নোট দেন। এখানকার সমস্ত অফিসে এখন অডিটারের সেই নোট নিয়ে নানারকম আলোচনা চলছে। তারই সূত্র ধরে এ খবর জানা গেছে। আরো জানা গেছে এস সি দাসকে এখানকার জেনারেল ম্যানেজারের পদে নিয়োগ করা হতে পারে। শ্রীদাস গোড়ার দিকে ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পে এক্জিকিউটিভ ইনজিনীয়ারের পদে আসীন ছিলেন। এখন তিনি রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

গণধোলাই-এ রেলপুলিশ ঘায়েল

অরঙ্গাবাদ, ৬ আগষ্ট—বৃহস্পতিবার রাত্রে সাদা পোশাকে সাঁকোপাড়া হল্টের কাছে আপ হাওড়া-বারহারোয়া প্যাসেঞ্জারে ডাকাতি করতে গিয়ে তিনজন রেল পুলিশ জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ে। তিনজনকেই গণধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে তিনজনকেই গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। খবরটি অসমর্থিত এবং বেসরকারী সূত্রের। পুলিশ সূত্রে এ ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়েছে, ৩১ জুলাই রাত্রে ধুলিয়ানগঙ্গা ষ্টেশনের কাছে সাঁকোপাড়া হল্টে একদল দুর্বৃত্ত ওই ট্রেনের ব্যাটারী খোলার চেষ্টা করলে রেলপুলিশ তাদের বাধা দেয়। ওই সময় দুর্বৃত্তেরা রেলরক্ষী বাহিনীর দুই জওয়ানকে প্রচণ্ড প্রহার করে। তখন রেলপুলিশ দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য করে দু'রাউণ্ড গুলি চালায়। হতাহতের খবর নাই।

তিনটি থানায় রেলের চোরাই লোহা আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ আগষ্ট—গত সপ্তাহে মহকুমার তিনটি থানা এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে রেলের চোরাই লোহা উদ্ধার ও আটক করা হয়েছে। ৩১ জুলাই সাগরদীঘি পুলিশ এস এম জি আর রোডের নাককাটিতলা এলাকায় ডোবা ও কালভার্ট থেকে প্রায় তিন টন রেলের চোরাই লোহার রেলিং উদ্ধার করেছে। ডোবায় ও কালভারটের তলায় সিমেন্ট জমিয়ে ওই পরিমাণ লোহা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একজন আর বি ওয়াচম্যানের নাকের ডগায়। এর কয়েকদিন আগে সাগরদীঘি থানা এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে রেলের চোরাই লোহা উদ্ধার করা হয়। একই দিনে সামসেরগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া ও ডাকবাংলা থেকে এক লরি রেলের চোরাই লোহা আটক করা হয়। রেলপুলিশ আর ওয়াচম্যানদের সামনেই রেলের লোহা, তার, ফিসপ্লেট, নাট-বোলট এবং ওয়াগন ভেঙে মাল লোপাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাব জজ কোরট

নিজস্ব সংবাদদাতা : পয়লা আগষ্ট থেকে জঙ্গিপুর আদালতে সাব জজের আদালত চালু হয়েছে। উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের জেলা জজ রথীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। জঙ্গিপুরে সাব জজ কোরট হওয়াতে মহকুমার সাধারণ মানুষ অর্থ ব্যয় ও হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেলেন। যে সমস্ত মামলার জন্য গরীব মানুষকে বহরমপুর ছুটতে হত, এখন থেকে তা আর হবে না। জঙ্গিপুরেই ওই সমস্ত মামলার বিচার হবে।

পুলিশ নীরব কেন ?

সাগরদীঘি, ৬ আগষ্ট—সাগরদীঘি রেল ষ্টেশন সংলগ্ন নাককাটিতলা ও তৎসন্নিহিত এলাকা থেকে কয়েকদিন ধরে রেলের চোরাই লোহা পাচার হতে দেখে সাধারণ মানুষের মনে পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী এ কাজে লিপ্ত হয়েছে। তাদের ধারণা থানা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গ্রাম পঞ্চায়েতের খবর :

কার মিছিল কে নেতা

জঙ্গিপুর, ৬ আগষ্ট—৩০ জুলাই তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'প্রধানের পদত্যাগ দাবি' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির তেঘরি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আর এস পির প্রভাতকুমার সিংহ রায় এক চিঠিতে জানিয়েছেন, সংবাদটি বিকৃতভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। আসলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েতে বামফ্রন্ট

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সদস্যপদ বাতিল

সাগরদীঘি, ৬ আগষ্ট—মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইয়া গ্রামসভায় নির্বাচিত দুই সদস্য মহঃ খলিলুল্লা (ইন্দিরা কংগ্রেস) ও মোতাফুর হোসেনের (নির্দল) সদস্যপদের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের ডাঃ মাওলা বক্স জঙ্গিপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত ডাঃ বক্সের অনুকূলে রায় দেন। ফলে তাঁদের সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হয়। ওই রায়ের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৪৪ ধারা জারি

জঙ্গিপুর, ৬ আগষ্ট—বড়শিমূল স্কুলের শিক্ষক আবদুল কাদেরসহ দশ জনের আবেদনক্রমে পুলিশী তদন্তের পর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বড়শিমূল-দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হুগড়াপুর, হিলিরপুর, রাজপুত-বহড়া ও হাবিবপুর এলাকায় বড়শিমূল স্কুলের ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্য ৪ আগষ্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। উল্লেখ্য ১৯৭৭ সালের পঞ্চায়েত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রফেসনাল ট্যাক্সের ফরম পণ্ডিত ষ্টেশনারসে পাওয়া যাচ্ছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

ক্রমবর্দ্ধমান চুরি-ডাকাতি

আজকাল ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি জনগণের যেন গা-সহা হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের জিনিস যায়, তাঁহারা খানিকটা হা-হুতাশ করেন এবং শান্তিরক্ষকদের মুণ্ডপাত কামনা করিয়া আবার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রানির্বাহের কঠোর সংগ্রামে রত হন। ট্রেনে ছিনতাই ডাকাতি হইতেছে; রাস্তায় ছিনতাই চলিতেছে; দোকানে উঠিয়া পিস্তল উচাইয়া অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের গাড়ী থামাইয়া রিভলবারের ডগায় লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া উধাও হইতেছে দুর্বৃত্তেরা; বাসগৃহে চুরি-ডাকাতি পুরাদমে শুরু হইয়াছে। মানুষ আজ কোথাও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। তাই যাঁহাদের যাইতেছে, তাঁহারা আপন ভাগ্যের দোহাই পাড়িয়া চুপ করিতেছেন।

গ্রামে গঞ্জে-শহরে শান্তিবিধানের জন্য যাঁহারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁহাদের উপরেই মানুষ ভরসা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সব শান্তিরক্ষক যথাসময়ে যথা-কর্তব্য পালন করিতেছেন কই? আমাদের পত্রিকায় প্রায়ই গ্রামে ও শহরের বুকে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি প্রভৃতির সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার অনুপাতে কাজ কতটুকু হইতেছে? আর কাজ যদি বা হইয়া থাকে, তবে এই সব অপরাধ ঘন ঘন অনুষ্ঠিত হইতেছে কেন? এই শহরের প্রকাশ্য রাজপথের ধারে অবস্থিত গৃহ ও দোকান হইতে দুঃসাহসিক চুরি হইয়াছে। পুলিশী টহল তবে কি নামেমাত্র রহিয়াছে? শুধু বড় রাস্তায় টহল দিলেই হয় না। চোরেরা সাধারণতঃ কোন্ পথে চলাচল করে, তাহা পুলিশদের অবশ্যই জানা আছে। সুতরাং সেই সব জায়গায় টহল প্রয়োজন। সর্বোপরি যাহা দরকার, তাহা হইতেছে কর্মনিষ্ঠা। কর্মনিষ্ঠার অভাবে এক দুঃসাহসিক ডাকাতিকে মামুলি চুরি হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করিবার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে একই ব্যাপারে কুখ্যাত ডাকাতেরা ধরা পড়ে। এই সংবাদ কাহারও অবিদিত নাই। তাই আজ শান্তিরক্ষকদের তৎপরতা তথা কর্মনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আজিকার অভিশপ্ত জীবনযাপনের পথে অন্ততঃ রাত্রিটুকু যেন নিরুদ্বিগ্ন হয়, ইহা সকলেরই কাম্য।

কিঙ্করদা

বরুণ রায়

ঠিক দুদিন আগে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে এক শিল্পী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন ভাবতেও পারিনি চাদর-ঢাকা ঐ শায়িত মানুষটিকে আর দেখতে পাব না। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে, খোয়াইয়ের প্রান্তরে আলোছায়াঘেরা জ্যোৎস্না রাত্রে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা যে খেয়ালী মানুষটি আপন মনে উচ্ছ্বসিত হা-হা হাসিতে চারিদিক সচকিত করে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল শিল্পের নন্দনবনে পদ-চারণা করে গেলেন তাঁর সেই সাধন-পীঠে আর তিনি ফিরে আসবেন না। কিঙ্করদা চলে গেলেন। পিছনে পড়ে রইল আকৈশোর সঞ্চিত শিল্পের পারিজাত কুসুম দু'হাত উজাড় করে যা তিনি ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন।

ওঁর চেয়ে অনেক ছোট মাপের শিল্পীকে নিয়ে দেশ জুড়ে হৈ হুল্লোড় হয়, খবরের কাগজ, সাময়িকপত্র ও আকাশবাণীর ভাবাবেগের ব্যারো-মিটার চড় চড় করে তুঙ্গে ওঠে। কিন্তু এই মহান শিল্পী—নন্দলালের ভাষায় যিনি শিল্পে সিদ্ধাই পেয়েছেন—তাঁর তিরোধানে এই হতভাগ্য দেশের বিবেক সামান্যই নাড়া খেয়েছে। জনসাধারণ এই অমর শিল্পীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। এই তো শিল্পীর ভাগ্য! বিদেশেও অনেক শিল্পীকে তাঁদের জীবদ্দশায় নানা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। আবার দেশেরই আর এক মহান শিল্পী—ক্ষিতীন মজুমদারের কথা দেশ ভুলতে বসেছে। দেশবাসীর মনের আড়ালে দারিদ্র্য ও দুর্ভোগের মধ্যে তাঁকে এই হৃদয়হীন দেশ থেকে বিদায় নিতে হয়।

মনে পড়ছে, আর এক দিনের কথা। কিঙ্করদার সাথে সেই আমার প্রথম পরিচয়। প্রয়াত শিল্পী ক্ষিতীন মজুমদারের ছবি শান্তিনিকেতন কলাভবনে অল্পই সংগৃহীত হয়েছে এবং কলাভবনের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করছেন না বলে আমি কিঙ্করদার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম। কিঙ্করদা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে আমাকে গালাগালি দিয়ে বললেন—ক্ষিতীনবাবুকে শান্তিনিকেতন সম্মান দিল বা না দিল তাতে তাঁর কি যায় আসে? শিল্পী কারও মুখের দিকে তাকিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন না। কে তাঁকে নিন্দা করল আর কে বাহবা দিল তার তিনি থোড়াই পরোয়া করেন।

বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে একদিন তিনি শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর কাছে এসেছিলেন শিক্ষার্থী হিসাবে। রমেন্দ্রনাথ, বিনোদবিহারীর মত সতীর্থের সাহচর্য, ষ্টেলা ক্রামরিশের শিল্পভাবনা রবীন্দ্রনাথের সানুরাগ সান্নিধ্য, রাঢ়ের রূঢ় রুক্ষ প্রকৃতি আর সরল গ্রাম্য মানুষের গতিময় জীবন ধীরে ধীরে সেই তরুণ শিল্পশিক্ষার্থীকে এক পরিণত শিল্পস্রষ্টায় রূপান্তরিত করল। ভারতবর্ষ পেল এই শতকের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজকে। তাঁর সৃষ্ট যক্ষ-যক্ষী, সাঁওতাল দম্পতি, কলের সিটি, সুজাতা চিরকাল আমাদের অমল আনন্দ জোগাবে।

শিল্পী হিসাবে কিঙ্করদা কত বড় ছিলেন সে বিচার করার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু কিঙ্করদার মধ্যে আপনভোলা নিরাভিমান হাসি-গল্প-গানে ভরা যে বিরাট শিশু-হৃদয়টি লুকিয়ে ছিল যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই অমল আনন্দে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন। শিল্পচেতনা এবং মানবিক পূর্ণতায় যে মহৎ উত্তরণ তাঁর জীবনে ঘটেছিল তা যে কোন মানুষের ঈর্ষার বস্তু।

রামকিঙ্কর চলে গেলেন, তাঁর শিল্প চিরকাল আমাদের প্রেরণা জোগাবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

হিন্দু হোষ্টেল প্রসঙ্গে

আপনার ১৪ শ্রাবণ সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দেখা যাইতেছে যে জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নব-নির্বাচিত পরিচালন সমিতির সভায় স্কুলের তহবিল মজবুত করিবার জন্য হিন্দু হোষ্টেল গৃহ বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ছাত্রাবাস বিক্রয় করিলে ক্রেতা তাঁহার স্ব-অভি-রুচিতে ইহা ব্যবহার করিবেন। তাহাতে স্কুলের পরিবেশ ও মানচিত্রগত সৌন্দর্য্য ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া আমি মনে করি। দ্বিতীয়তঃ দানবীর লালগোলা মহারাজার দানে নির্মিত এই গৃহ বিক্রয় করা হইলে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি দারুণ অবিচার করা হইবে এবং জনমানসে স্কুলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা। তৎপরিবর্তে এই গৃহটির প্রয়োজনমত সংযোজন ও পরিবর্তন করিয়া স্কুলের লাইব্রেরী, পাঠগৃহ, মেয়েদের বিশ্রামকক্ষ, শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষ এবং ঐরূপ আরও অনেক প্রয়োজনে ব্যবহার করিলে মূল বিদ্যালয়গৃহের কতকগুলি ঘর শিক্ষাদানকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। স্কুলের হিতার্থী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত পরিচালন সমিতিকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করা হইতে বিরত থাকিয়া দানের ও দাতার তথা স্কুলের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

—শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে, রঘুনাথগঞ্জ।

হোষ্টেল ও মাঠ প্রসঙ্গে

৩০ জুলাই তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত হোষ্টেল মাঠ বিক্রীর প্রস্তাব' শীর্ষক সংবাদটি আংশিক সত্য। প্রকৃত সংবাদটি হল এই বিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত পরিচালন সমিতির সভাপতি, সম্পাদক এবং সদস্যেরা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মিগণের সঙ্গে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এক সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সে সময় আলোচনা করা হয় বিদ্যালয়ের হোষ্টেলটি ভাড়া দিলে এবং মাঠটি বিক্রি করলে কেমন হয়? হোষ্টেল বিক্রীর কোন কথা সেখানে আলোচিত হয়নি। —মানিক চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক, জঙ্গিপুর স্কুল।

পেনসনভোগী সমিতি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ জুলাই—গতকাল এখানে অনুষ্ঠিত জঙ্গিপুর মহকুমা সরকারী পেনসনভোগী সমিতির সভায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডাকঘরের গাফিলতি

জঙ্গিপুর, ৬ অগষ্ট—মেদিনীপুরের বালুচক থেকে একটি টেলিগ্রাম মৃত্যু-সংবাদ বহন করে জঙ্গিপুর ডাকঘরে এসে পৌঁছয় ২৬ জুলাই শনিবার। টেলিগ্রামটি বিলি হয় ২৮ জুলাই সোমবার। এর ফলে টেলিগ্রামের প্রাপক একজন সরকারী কর্মচারী তাঁর সহোদরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত হতে পারেননি। জনসাধারণের বক্তব্য, ডাকঘরের গাফিলতির জন্যই ওই ভদ্রলোক তাঁর ভাইকে শেষ দেখা দেখতে ও মুখাগ্নি করতে পারলেন না। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য স্থানীয় ডাক ও তার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ভয়াবহ নৌকাডুবি

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২ আগষ্ট—কুলি ও তোসেনপুর দিয়াড় থেকে ৪০ জন যাত্রী নিয়ে নয়নসুখ পাড়ি দেওয়ার পথে শনিবার সকালে একটি নৌকো হঠাৎ মাঝগঙ্গায় ডুবে যায়। গ্রাম-বাসীদের চেষ্টায় ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়। ৬ জন যাত্রী নিখোঁজ হন। অন্যেরা সাঁতরে তীরে ওঠেন বলে জানা যায়।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক স্পোরটস-এর ফুটবল, খো খো ও কাবাডি খেলা শেষ হয়েছে পয়লা আগষ্ট। ফুটবলে জঙ্গিপুর স্কুল, মেয়েদের কাবাডিতে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল এবং মেয়েদের খো খো ও ছেলেদের কাবাডিতে মালডোবা হাইস্কুল চাম-পিয়ান হয়েছে। ৪ আগষ্ট থেকে ইন্টার ব্লক স্কুল ফুটবল, কাবাডি ও খো খো খেলা শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ফারসট এইড ট্রেনিং

সেনট জন এ্যামবুলেনস এ্যাসোশয়েশনের মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রের উদ্যোগে জিয়াগঞ্জ বীরেন্দ্র সিংহ সিংঘী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক প্রতিবিধান (ফারসট এইড) শিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে ২৮ জুলাই কেন্দ্রটি এক মাস চলবে বলে জানানো হয়েছে।

শিক্ষক আবশ্যক

অস্থায়ী পদে বি এস-সি ট্রেণ্ড একজন শিক্ষক প্রয়োজন। পত্রিকা প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে সম্পাদক আলিনগর-পুর জুনিয়ার হাইস্কুল, পোঃ নিমতিতা, জেলা মুর্শিদাবাদ এর নিকট দরখাস্ত পৌঁছান চাই।

কার মিছিল কে নেতা ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শরিকদের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হয়নি। ফলে আর এস পি এবং সি পি এম প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং সি পি এম প্রার্থী সুনীল দাস পরাজিত হন। সেই থেকে সুনীলবাবু ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁকে (প্রভাত-বাবুকে) জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার সমস্ত রকম অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। সুনীলবাবু সেদিন রঘুনাথপাড়া ও মণ্ডলপাড়ার কিছু লোককে (তার মধ্যে অনেকেই ইন্দিরা কংগ্রেসী) তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে নামমাত্র একটি মিছিল বের করেন। কাজেই মিছিলটি ছিল সি পি এম এর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের।

আপনার কষ্টার্জিত উপার্জনের ওপর
নিরাপত্তার সঙ্গে সর্বোচ্চ সুদ অর্জন করুন

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক থেকে

সর্বাধিক ও করমুক্ত সুদ
এবং ১১,০০০-এরও বেশী নগদ পুরস্কার
প্রথম পুরস্কার—১,০০,০০০ টাকা

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম সঞ্চয় ব্যাঙ্ক। প্রায় ৪·২৬ কোটি নরনারী এই ব্যাঙ্কের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ১,৬৯৫ কোটি টাকার ওপর।

এক নাগাড়ে ৬ মাসে, জমার খাতায় ন্যূনপক্ষে ২০০ টাকা থাকলে, বছরে দু'বার দুটি ড্র-এ পুরস্কার লাভের সুযোগ পাওয়া যাবে। এ যাবত এক লক্ষের ওপর লোক পুরস্কার পেয়েছেন।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ

★ মাত্র ৫ টাকা দিয়ে অ্যাকাউণ্ট বা জমার খাতা খোলা যায়
★ সম্পূর্ণ করমুক্ত ৫·৫% সুদ পাওয়া যায়
★ আপনাদের জন্য ১,২৯,০০০ ডাকঘর ছাড়াও বহু ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর আছে—এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে খাতা স্থানান্তরিত করা যায়
★ গ্রামের ডাকঘরে টাকা জমা দিয়ে শহরে বড় বা উপ-ডাকঘরে টাকা তুলুন অথবা উল্টোটাও করতে পারেন
★ যখন খুশী তখন বিনা ঝঞ্ঝাটে টাকা তুলুন।
★ প্রায় ২৩,০০০ ডাকঘরে চেকের সুবিধা রয়েছে, অন্য জায়গায় ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের চেকের জন্য কোনও আদায় দিতে হয় না
★ আইডেনটিটী কার্ড-এর দরুন সনাক্তকরণে ঝঞ্ঝাট হয় না
★ অ্যাকাউণ্ট বা জমার খাতা সিকিউরিটী হিসাবে বাঁধা দেওয়া যেতে পারে
★ যে কোনও ব্যক্তিকে মনোনয়ন করার সুবিধা আছে

যে কোন ডাকঘরে
আজই আপনার অ্যাকাউণ্ট খুলুন

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
পোষ্ট বক্স নং ১৬,
নাগপুর—৪৪০০০১

Davp 80/105

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
পাগলাদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
মেশার বাস সারভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৯

১৬ই শ্রাবণ—৩২শে শ্রাবণ '৮৭

ধান ঃ এ পক্ষেও অধিক ফলনশীল ও দেশী আমন ধানের চারা বোয়া চলবে। চারার দূরত্ব, প্রাথমিক মাত্রায় সার প্রয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির জন্য জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। আমন ধান বোয়ার ১০—১৫ দিন পরে জলদি জাতে একরে ১০ কেজি হারে এবং মাঝারি ও নাবি জাতে একরে ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন প্রথম চাপান হিসাবে দিন। আষাঢ়ে বোয়া, জলদি জাতে চারা বোয়ার ৩০—৪০ দিন পরে একরে ৫ কেজি হারে এবং মাঝারি জাতে ৪০—৪৫ দিন পরে এবং নাবি জাতে ৫৫—৬০ দিন পরে একরে ৬ কেজি হারে নাইট্রোজেন দ্বিতীয় বার চাপান হিসাবে দিন। মাসুরি ইত্যাদি স্থানীয় উন্নত জাতে চারা বোয়ার ৪০—৪৫ দিন পরে একরে ৮ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে একবারই দেবেন। মাজরা ও ভেঁপু পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ½ মি লি. ফসফোমিডন (যেমন ডিমেক্রন ১০০% ইত্যাদি) বা ১½ মি. লি. কুইনালফস (যেমন একালাক্স ২৫% ইত্যাদি) ইত্যাদি মিশিয়ে স্প্রে করুন। এক একর স্প্রে করতে ৩০০ লিটার জল লাগবে।

পাট ঃ রোগ ও পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনমত ওষুধ দিন। পাট কেটে ধান লাগাতে হলে গাছে ফুল আসার সঙ্গে সঙ্গে পাট কেটে নিন। বিশদ বিবরণের জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

আখ ঃ রোগ ও পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনমত ওষুধ দিন। ওষুধের পরিমাণের জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

ডাল ঃ এ মাসেও মুগ, অড়হর ও কলাই বোনা চলবে। জাত, সারের পরিমাণ ইত্যাদির জন্য জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় সপ্তাহের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

শাক-সব্জী ঃ এ পক্ষেও জলদি জাতের ফুলকপির চারা লাগাতে পারেন। জাত সারের মাত্রা ইত্যাদির জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। এ সময় মাঝারি জাতের ফুলকপি ও জলদি জাতের ট্যমাটোর চারা তৈরীর জন্য বীজ বুনুন। জাত, বীজের পরিমাণ ইত্যাদির জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

চোরাই লোহা আটক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর একটি খবরে প্রকাশ, ২৫ জুলাই রাতে ৩৪ নং জাতীয় সড়কে ধাওয়া করে ফরাক্কা পুলিশ রেলের চোরাই লোহা-বোঝাই একটি লরি (এম এন সি ৩৫৯) আটক করে। টহলদার পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় লরিটিকে থামার জন্য সিগন্যাল দেয়। কিন্তু সেই সিগন্যাল অগ্রাহ্য করে কিছুদূর গিয়ে চালক ও খালাসি লরিটিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পিছু ধাওয়া করে এসে পুলিশ লরিটি আটক করে।

১৪৪ ধারা জারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনের পর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতটি অশান্তির আগুনে জ্বলছে। ২০ জুলাই পঞ্চায়েতের উপনির্বাচনের পর একদল সমাজবিরোধী প্রকাশ্যে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র সমেত ঘোরাফেরা করতে থাকায় স্কুলের ছাত্রদের নিরাপত্তা অভাব অনুভূত হয়। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

পুলিশ নীরব কেন?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের হাতে, অতএব কাউকে তারা থোরাই পরোয়া করে। পার্টির পক্ষ থেকে আরো অভিযোগ করা হয়েছে, সম্প্রতি ৩৪ নং জাতীয় সড়কে চা বোঝাই একটি লরি উল্টে গেলে সেটি সাগরদীঘি থানায় নিয়ে আসা হয় এবং রাতের অন্ধকারে ও প্রকাশ্য দিবালোকে সেই লরির চা স্থানীয় বাজারে বিক্রী করা হয়। থানার দু'জন পুলিশ অফিসার নাকি তার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সদস্যপদ বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে মহঃ খলিলুল্লা আদালতে পুনরায় ছানি মোকর্দমা দায়ের করলে আদালত তাও খারিজ করে দেন। ফলে আসন দুটি শূন্য হয়। সি পি এম এর জয়নাল আবেদিন জানুয়ারী মাসে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর জেলা পরিষদের সাগরদীঘি ২নং আসনটি শূন্য পড়ে আছে। জনসাধারণ অনতিবিলম্বে শূন্য আসনগুলিতে উপনির্বাচন দাবি করছেন।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ
(প্রাথমিক শিক্ষা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি— **জেলার পৌর এলাকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঁউরুটি সরবরাহ সংক্রান্ত।**

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে এই জেলার পৌর এলাকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঁউরুটি সরবরাহের দর-পত্রের জন্য পূর্ব বিজ্ঞাপিত ও নির্ধারিত শেষ তারিখ ৪. ৮. ৮০ অনিবার্য কারণে পরিবর্তিত করিয়া ২২. ৮. ৮০ (শুক্রবার) করা হইল। পূর্ব বিজ্ঞপ্তির (Tender Notice No 1/V Yr.—1980-81 Bread)

নির্ধারিত Earnest Money দরপত্রের সঙ্গে National Savings Certificates (Postal) অথবা National Defence Certificates এ জমা দিতে হইবে। পূর্ব বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য বিষয় ও সর্তাদি অপরিবর্তিত রহিল।

স্বাঃ জগদীশচন্দ্র সাহা
জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাঃ শিঃ)
মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
২. ৮. ৮০

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

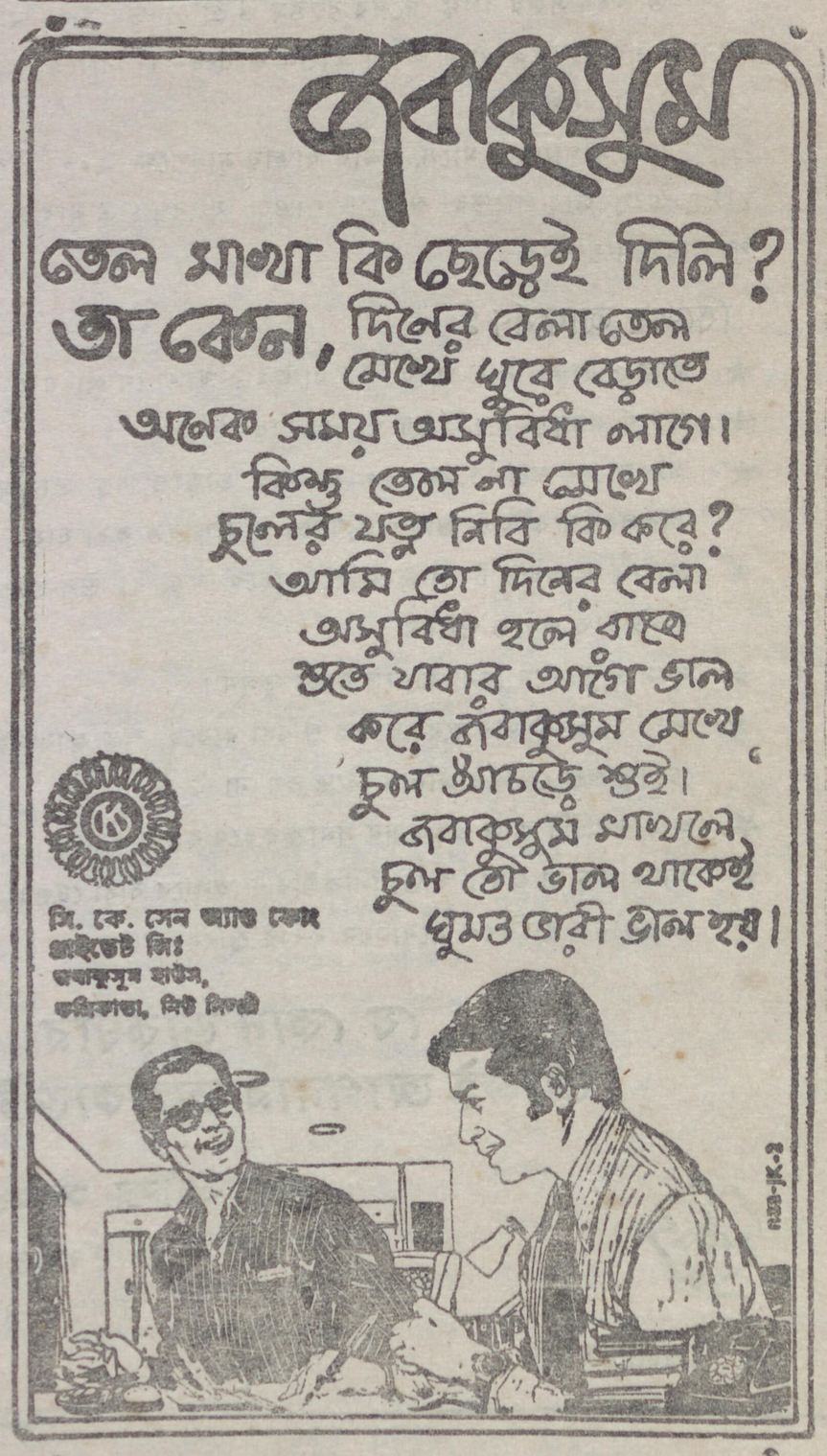

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।